নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৮৪৩৬/২০১৭

আব্দুস সবুর আকন্দ

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান সোহেল

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ,বি,এম বায়েজীদ

----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১১.০৬.২০২৩, ১৩.০৬.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১১.০৭.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং ৬, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০২/২০১৪-এ বিগত ইংরেজী ১৯.১২.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান সোহেল আপীলকারী পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, অত্র আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের বিরুদ্ধে বিগত ইংরেজী ২৬.০৬.১৯৯৩ তারিখে উত্তরা থানায় দুর্নীতি দমন ব্যুরো, ঢাকায় একটি মামলা দায়ের করে যা পরবর্তীতে বিশেষ মামলা নং ২০/২০১৩ হিসেবে মহানগর বিশেষ জজ আদালত বিচার সমাপান্তে বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত রায়ে অত্র আসামীকে বেখসুর খালাস প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকা নথি নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/৪২-২০১১ এর সুত্রে বিগত ইংরেজী ১০.০৮.২০১১ তারিখে অত্র আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ এর বিরুদ্ধে এবং পুত্র শহিদুল ইসলাম সজীব এবং স্ত্রী মিসেস মেহেরুন নেছা এর নামে সম্পদ বিবরনী জমা প্রদানের নোটিশ জারী করলে অনুসন্ধান শেষে আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ এবং পুত্র শহিদুল ইসলাম সজীব এর বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানার মামলা নং ২৪ বিগত ইংরেজী

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		০৫.০৯.২০১১ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ সালের ২৭(১) তৎসহ দন্ডবিধির ১০৯ ধারায় মামলা দায়ের করলে এবং আসামী মিসেস মেহেরুন নেছার বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় আরেকটি মামলা নং ১৭ বিগত ইংরেজী ০৮.০৩.২০১২ দায়ের করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন উভয় মোকদ্দমা তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মুজিবুর রহমানকে নিয়োগ প্রদান করলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে বিগত ইংরেজী ১১.০৯.২০১৩ তারিখে আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ এবং আসামী শহিদুল ইসলাম সজিব এর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন এবং স্ত্রী মিসেস মেহেরুন নেছার বিরুদ্ধে বিগত ইংরেজী ২৩.০৩.২০১৬ তারিখে চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন এবং চুড়ান্ত রিপোর্টটি বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়। আসামী মেহেরুন নেছার দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, *'' তদন্তকালে আয়কর নথি পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, তিনি ১৯৯৮-১৯৯৯ সনের আয়কর নথিতে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৯৭ সনে তৎকালীন ডিআইটি কর্তৃক অনুমোদিত ৫ তলা ভবনের নির্মান কাজ আরম্ভ করে ১৯৯৮ সনের জুন মাসে নীচ তলা ১৮০০ বর্গফুট নির্মানে ১১,১৫,৩৭০/- টাকা, ২য় তলা ১৮০০ বর্গফুট নির্মানে ৭,৫৫,৮২০/- টাকা, ৩য় তলা ১৮০০ বর্গফুট নির্মানে ৮,২৬,০০০/- টাকা এবং ৪র্থ তলার অর্ধেক ১৯৯৮ সনের জুন মাসে সম্পন্ন করেন। উক্ত বিল্ডি নির্মানে তিনি সর্বমোট ৩১,৪৫,৪৮৯/- টাকা ব্যয় করেছেন মর্মে ১৯৯৮-১৯৯৯ কর বর্ষের আয়কর নথিতে ঘোষনা করেছেন। উল্লেখ্য সাবেক অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উক্ত বাড়িটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিরপেক্ষ প্রকৌশলী দ্বারা পরিমাপ গ্রহন করান। সরেজমিন পরিমাপে উক্ত বাড়িটির নির্মান ব্যয় নিরুপন করা হয় ১৬,৬১,৬৪৫/- টাকা। ''* বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান সোহেল আরও নিবেদন করেন যে, আব্দুর সবুর আকন্দ এবং শহিদুল ইসলাম সজিব এর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগপত্র নং ২৫৪-এ তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের স্ত্রীর নামীয় ৫ তলা ভবনের মালিকানা আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের নামে দেখিয়ে তার জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদের পরিমান বৃদ্ধি করেন। তিনি আরও নিবেদন করেন পি,ডব্লিউ-১, পি,ডব্লিউ-৩ এবং পি,ডব্লিউ-৬ এর সাক্ষী পর্যালোচনা করে দেখা যায় একই বাড়ী স্ত্রীর আয়কর নথিতে ঘোষনা থাকলেও আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ এর নামে দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে রমনা থানার মামলা নং ১৭ তারিখ ০৮.০৩.২০১২ দাখিল করলেও উক্ত মামলায় বিগত ইংরেজী ২৩.০৩.২০১৬ তারিখে চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করায় এবং আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় রমনা মডেল থানার মামলা নং ২৪ দাখিল সম্পর্কে সম্পুর্ণ গোপন রাখায় উক্ত মামলায় অভিযোগপত্র নং ২৫৪ সম্পর্কে অত্র আসামী কিছুই জানতে পারেন নাই। অত্র আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ যথারীতি পূর্বের দাখিলকৃত উত্তরা থানার মামলার বিচারিক আদালতে বিশেষ মামলা নং ২০/২০১৩ তে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে যাইতেছিলেন বটে কিন্ত রমনা থানার মামলা নং ২৪ তারিখ ১৩.০৩.২০১২ মামলাটি বিশেষ জজ আদালতে বদলি হয়ে বিশেষ মামলা নং ০২/২০১৪ হিসেবে চলতে থাকলেও

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পুলিশ বা দুর্নীতি দমন কমিশনের কেউই আসামীকে গ্রেফতার করতে যায় নাই বা আসামী অবহিত হতে পারে নাই। এমতাবস্থায় বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০১৭ তারিখে বিশেষ মামলা নং ২০/২০১৩ মামলায় বিশেষ জজ আদালত নং ১০, ঢাকা হতে আসামী খালাস প্রাপ্ত হন। বিগত ইংরেজী ১২.০৭.২০১৭ তারিখে পুলিশ আসামী গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে বাসায় গেলে আসামীর অনুপস্থিতিতে সর্বপ্রথম তার পরিবার অত্র মামলার বিষয়ে জানতে পারেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের বিরুদ্ধে পি,ডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-৪ এবং পি,ডব্লিউ-৫ অত্র আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের আয়কর নথিতে এস,আর,ও ৯৮/০৭ এর মাধ্যমে ২০,০০,০০০/- টাকার বৈধকরণ সংক্রান্ত যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে তা সঠিক নহে কারণ সরকার এস,আর,ও ৯৮/০৭ প্রজ্ঞাপন জারি করলে জনাব আব্দুস সবুর আকন্দ তার আইনজীবীর মাধ্যমে কর অঞ্চল-১ এর বৈতনিক সার্কেল-১ এ উল্লেখিত ২০,০০,০০০/- টাকা বৈধ করনের বিপরীতে সাপ্লিমেন্টারি রিটার্ন দাখিল করে বিগত ইংরেজী ২০০২-২০০৩ কর বর্ষের জন্য ৭০,৮৭০/- টাকা পে-অর্ডার নং ৬২৭৫৬২৯ তারিখ ২৯.০৯.২০০৭ইং, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৩-২০০৪ বর্ষের জন্য ৭১,১৫৬/- টাকার পে-অর্ডার নং ৬২৭৫৬২৮ তারিখ ২৯.০৯.২০০৭, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৪-২০০৫ কর বর্ষের জন্য ৫৭,১৭৪/- টাকার পে-অর্ডার নং ৫৪৩১৮৩ তারিখ ২৯.০৯.২০০৭, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং ২,৮৪৯/- টাকার সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি চালান প্রদান করেন। ২০০৫-২০০৬ কর বর্ষের জন্য ৫৮,৮৯৬/ টাকার পে-অর্ডার নং ৫৪৩১৮৪ তারিখ ২৯.০৯.২০০৭, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৬-২০০৭ কর বর্ষের জন্য ৫১,৯৭২/- টাকার পে-অর্ডার নং ৫৪৩১৮২ তারিখ ২৯.০৯.২০০৭, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দাখিল করেন। যা ডেপুটি কমিশনার ট্যাক্স, বৈতনিক সার্কেল-১, জোন-১, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর প্রেরন করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লেখিত পে-অর্ডারগুলি এবং চালানটি বিগত ইংরেজী ২৮.০১.২০০৮ তারিখে নগদায়ন করেন। আসামী শহিদুল ইসলাম সজিব এর বিরুদ্ধে পি,ডব্লিউ-১ এবং পি,ডব্লিউ-৬ এর সাক্ষ্যমতে আয়কর নথিতে প্রাপ্ত টাকার পরিমান সঠিক থাকার পরেও আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের হিসাবে যোগ করে জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং ৬, ঢাকা আইনত সঠিক করেন নাই। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত তথা মহানগর বিশেষ আদালত নং ৬, ঢাকা আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের সময় ৬৬,২৮,৫৮১/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ গঠন করলেও উল্লেখিত অভিযোগ পরিবর্তন না করে সেই সংক্রান্তে কোন পর্যালোচনা রায়ে উল্লেখ না করে রায় প্রদান করেন। এজাহারকারী পি,ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী মোতাবেক ৬৬,২৮,৫৮১/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত অভিযোগ এবং অভিযোগপত্র প্রদানকারী পি,ডব্লিউ-৬ এর জবানবন্দীতে প্রদত্ত ৭০,৫৬,৬২৫/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন টাকার অংকে সন্দেহযুক্ত সাক্ষ্যকে বিশ্লেষন না করে বা অভিযোগ গঠনকৃত অংকের ৬৬,২৮,৫৮১/- টাকার অভিযোগ প্রমান না করে ভিন্ন সংখ্যার অংকের অর্থাৎ ৭০,৫৬,৬২৫/- টাকার অভিযোগে আসামীকে সাজা প্রদান করা ন্যায় বিচার পরিপন্থী।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পরিশেষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান সোহেল নিবেদন করেন যে, পি,ডব্লিউ-১ এবং পি,ডব্লিউ-৬ এর জবানবন্দিতে টাকার অংকের পরিমানের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। দক্ষিণখান মৌজার ৪২০৭ দাগে নির্মিত ৪ তলা বাড়ি স্ত্রীর নামে হলেও তা আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের সম্পদের মুল্যের হিসাবের সাথে যোগ করা হয়েছে। প্রদর্শনী-১১ অনুযায়ী উল্লেখিত বাড়িটি পিডব্লিউডি প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্মান মুল্য ১৬,৬১,৬৪৫.৪৩/- টাকা। আসামী সহিদুল ইসলাম সজিবের আয়কর নথিতে প্রদর্শিত টাকার অংক কোনভাবেই তার পিতার আয়ের সহিত যোগ করে সাজা প্রদান আইন সম্মত হয়নি।

অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,বি,এম, বায়েজিদ নিবেদন করেন যে, সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারী একজন এয়ারক্রাফট ক্লিনার এবং জুনিয়র টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (কেবিন) শাহজালাল এয়ারপোর্ট। তিনি ৭০,৫৬,৬২৫/- টাকা সম্পদ অবৈধভাবে আয় করেছেন প্রমানিত। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, বর্তমান মামলার আসামী প্রথম থেকেই পলাতক থেকে বিচার এড়িয়ে চলেন এতে ধারনা করা যায় যে, আসামী পুর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক আসামী বর্তমান মামলায় পলাতক ছিলেন এবং বিশেষ মামলা নং ২০/২০১৩-এ নিয়মিত হাজিরা দিতেন। তিনি সর্বশেষ নিবেদন করেন যে, দুদকের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আয় করেছে সে আয়ের বৈধ উৎস আছে কিনা। সুতরাং ইনকামট্যাক্স এর আয়কে ভিত্তি ধরা যাবেনা। অধিকন্তু আয়ে উৎস বৈধ কিনা তাই দুর্নীতি দমন কমিশনের বিবেচ্য বিষয়।

অত্র আপীল মেমো এবং নথি পর্যালোচনা করা হল। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণ এর যুক্তিতর্ক বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, বিশেষ জজ আদালত নং-০৬, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-০২/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.১২.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

''ইহা অত্র মামলার আসামী ১। আব্দুস সবুর আকন্দ ও ২। শহিদুল ইসলাম সজিব (পলাতক) দ্বয়ের বির"দ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৭(১) ধারা তৎসহ দ"বিধির-১০৯ ধারার অধীন আনীত একটি মামলা।

অত্র মামলার বাদী এজাহারকারী পি, ডব্লিউ-১ এইচ.এম আখতার"জ্জামান ভুইয়ার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর উপ-সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত থাকাকালে উক্ত কার্যালয়ের নথি নং-দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ড়-১/৪২-২০১১ এবং নথি নং-দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ড়-১/১৬৭-২০১১ তাহাকে অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ ও তাহার পুত্র শহিদুল ইসলাম সজীবের নামে সম্পদ বিবরনী দাখিলের নিমিত্তে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক নোটিশ জারি করা হয়। উহার প্রেক্ষিতে আসামীগন কর্তৃক দাখিলী সম্পদ বিবরনী যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। আসামীগনের দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনী যাচাই কালে দেখা যায় যে, আসমী আব্দুস সবুর আকন্দ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বাবদ মোট-(৬৩,৬৭,৭১৩+৩১,০০,৪৮৪)=৯৪৬৮১৯৭/- টাকার সম্পদ অর্জন করেন। উক্ত সম্পদ অর্জনে তাহার মোট আয় পায় ৫৫,৮৮,৩৫৫/-(পঞ্চান্ন লক্ষ আটাশি হাজার তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা উহা ছাড়া ও এসআরও-৯৮২০০৭ মূলে তিনি ২০,০০০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকার

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করেন। ফলে তাহার মোট আয়ের পরিমান দাড়ায়-(৫৫,৮৮,৩৫৫+২০,০০০০০)= ৭৫৮৮৩৫৫/-টাকা উক্ত অত্র আয়কালীন কর পরিশোধ ব্যয় পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ১৪,৯৮,৪৮২/- (চৌদ্দ লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত বিরাশি) টাকা ব্যয় করেন। ফলে তাহার নীট আয় দাড়ায়-(৭৫,৮৮,৩৫৫-১৪,৯৮,৪৮২)=৬০,৮৯,৮৭৩/-টাকা উহাতে তাহার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মূল্য দাড়ায়-(৯৪,৬৮,১৯৭-৬০,৮৯,৮৭৩)=৩৩,৭৮,৩২৪/-টাকা আব্দুস সবুর আকন্দ তার বড় ছেলে শহিদুল ইসলাম সজীবের নামে (৩৪,৭৭,৭৫৭+৪০,০০০)=৩৫,১৭,৭৫৭/-টাকার স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেন। উক্ত অর্জিত সম্পদের তথ্য শহিদুল ইসলাম সজীব তার নামীয়ও আয়কর নথি টিআইএন-২২৪-১০২-৮৯৩৫ তে প্রদর্শন করেন। আয়কর নথি অনুযায়ী শহিদুল ইসলাম সজীব কর পরিশোধে অন্যান্য ব্যয় বাদে নীট আয় দাড়ায়-(৬,০৩০০০-৩,৩৫,৫০০)=২,৬৭,৫০০/-টাকা ফলে শহিদুল ইসলামের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মূল্য দাড়ায়-(৩৫,১৭,৭৫৭- ২,৬৭,৫০০)=৩২,৫০,২৫৭/- টাকা এতে করে শহিদুল ইসলাম সজীবের নামে জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ সহ আব্দুস সবুর আকন্দ-(৩৩,৭৮,৩২৪+৩২,৫০,২৫৭)=৬৬,২৮,৫৮১/- টাকার সম্পদ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ভাগে অর্জন করেন। আসামী আব্দুস সবুর নিজ নামে ৩৩,৭৮,৩২৪/-(তেত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত চব্বিশ) টাকার এবং তার বড় ছেলে শহিদুল ইসলামের নামে ৩২,৫০,২৫৭/-(বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকার মোট ৬৬,২৮,৫৮১/-(ছিষাট্রি লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশত একাশি) টাকার জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে দখলে রাখার দায়ে আসামীদের বির"দ্ধে রমনা মডেল থানায় অত্র মামলার এজাহার দায়ের করেন।

মামলাটি র"জু হওয়ার পর দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়ে দুদক/বিঃ অনুঃ-১/সি-১১/২০১২/৭৪৫৩ স্মারক মূলে উপ-সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মজিবুর রহমানকে তদন্ড়কারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি মামলাটি তদন্ড় শেষে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন (Sanction) পাওয়ার পরে আসামীদের বির"দ্ধে অত্র মামলার অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। অতপর বিজ্ঞ মেট্রো-পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে চীফ মেট্রো-পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়ার স্পেশাল জজ ঢাকা বরাবরে মামলাটি প্রেরিত হলে আদালত আসামীদের বির"দ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) তৎসহ পেনাল কোডের-১০৯ ধারার বিধান মতে অপরাধটি বিচার্থে আমলে গ্রহণ করেন। অতপর মামলাটি দ্র"ত নিস্পত্তির লক্ষে অত্র আদালতে প্রেরিত হলে অত্র আদালত গত-৩০/০৬/২০১৪ ইং তারিখে আসামীদের বির"দ্ধে-২০০৪ এর ২৭(১) তৎসহ পেনাল কোডের ১০৯ ধারার বিধানমতে অপরাধটি বিচার্থে আমলে গ্রহণ করনে। অতঃপর মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে অত্র আদালতে প্রেরিত হলে অত্র আদালত গত ৩০.০৬.২০১৪ ইং তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে ২০০৪ এর ২৭(১) তৎসহ পেনাল কোডের ১০৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। আসামীগন পলাতক থাকায় তাহাদের বির"দ্ধে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনানো সম্ভব হল না। আসামীদের বির"দ্ধে উক্ত ধারায় গঠিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে-০৬ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তি অন্ড়ে আসামী পলাতক থাকায় তাহাদেরকে ফৌঃকাঃবিঃ আইনের-৩৪২ ধারার বিধান মোতাবেক পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

<u>বিবেচ্য বিষয় সমূহ-</u>

১। গত ০৫/০৯/২০১১ইং তারিখ আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ নিজ নামে জ্ঞাত আয়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বর্হিভূতভাবে-৩৩,৭৮,৩২৪/-(তেত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত চব্বিশ) টাকা এবং তাহার বড় ছেলে শহিদুল ইসলাম সবুজ এর নামে-৩২,৫০,২৫৭/-(বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকা সহ সর্বমোট-৬৬,২৮,৫৮১/-(ছিষাট্রি লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশত একাশি) টাকা জ্ঞাত আয় বর্হিভূত ভাবে সম্পদ অর্জন করে নিজ দখলে রাখিয়া দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৭(১) তৎসহ পেনাল কোডের-১০৯ ধারায় অপরাধ করেছে কি?

২। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীদের বির"দ্ধে-২০০৪ এর ২৭(১) তৎসহ পেনাল কোডের-১০৯ ধারায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সমার্থ হয়েছে কি?

৩। আসামীদের বির"দ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হলে আসামীগন আর কি 'সাজা পাইতে পারে।

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ</u>

প্রসিকিউশন পক্ষে মামলাটি প্রমানের জন্য মোট ০৬ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়। উহার মধ্যে পি, ডব্লিউ-১ তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় ঢাকা উপ-সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরতথাকাকালে উক্ত কার্যালয়ের নথি নং-দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ড়-১/৪২-২০১১ এবং নথি নং-দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ড়-১/১৬৭-২০১১ তাহাকে অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। আসামী আব্দুস সবুর আকন ও তাহার পুত্র শহিদুল ইসলাম সজিবের নামে সম্পদ বিবরনী দাখিলের নিমিত্তে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সম্পদ বিবরনী দাখিলের জন্য নোটিশ জারি করা হয়। উহার প্রেক্ষিতে আসামীগন কর্তৃক দাখিলী সম্পদ বিবরনী যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। আসামীগনের দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনী যাচাই কালে দেখা যায় যে, আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বাবদ মোট-(৬৩,৬৭,৭১৩+৩১,০০,৪৮৪)=৯৪,৬৮,১৯৭/-টাকার সম্পদ অর্জন করেন। উক্ত সম্পদ অর্জনে তাহার মোট আয় পায়-৫৫৮৮৩৫৫/- টাকা উহা ছাড়া ও এস.আরও-৯৮২০০৭ মূলে তিনি-২০,০০০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকার অপরিদর্শিত আয়কে বৈধ করেন। ফলে তাহার মোট আয়ের পরিমান দাড়ায়-(৫৫,৮৮,৩৫৫+২০,০০০০০) =৭৫,৮৮,৩৫৫/- টাকা উক্ত অত্র আয়কালীন কর পরিশোধ ব্যয় পারিবারিক ও অন্যাণ্য ব্যয় বাবদ-১৪,৯৮,৪৮২/- (চৌদ্দ লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত বিরাশি) টাকা ব্যয় করেন। ফলে তাহার নীট আয় দাড়ায়-(৭৫,৮৮,৩৫৫-১৪,৯৮,৪৮২)=৬০,৮৯,৮৭৩/-টাকা উহাতে তাহার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মূল্য দাড়ায়- (৯৪,৬৮,১৯৭- ৬০,৮৯,৮৭৩)=৩৩,৭৮,৩২৪/-টাকা আব্দুস সবুর আকন্দ তার বড় ছেলে শহিদুল ইসলাম সজীবের নামে-(৩৪,৭৭,৭৫৭+৪০,০০০)=৩৫,১৭,৭৫৭/-টাকার স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ করেন। উক্ত অর্জিত সম্পদের তথ্য শহিদুল ইসলাম সজীব তার নামীয়ও আয়কর নথি টিআইএন- ২২৪-১০২-৮৯৩৫ তে প্রদর্শন করেন। আয়কর নথি অনুযায়ী শহিদুল ইসলাম সজীব কর পরিশোধে অন্যান্য ব্যয় বাদে নিট আয় দাড়ায়-(৬,০৩,০০০-৩,৩৫,৫০০)=২,৬৭,৫০০/-টাকা ফলে শহিদুল ইসলামের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মূল্য দাড়ায়-(৩৫,১৭,৭৫৭-২,৬৭,৫০০)=৩২,৫০,২৫৭/- টাকা এতে করে শহিদুল ইসলাম সজীবের নামে জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ সহ আব্দুস সবুর আকন্দ-(৩৩,৭৮,৩২৪+৩২,৫০,২৫৭) =৬৬,২৮,৫৮১/-টাকার সম্পদ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ভাগে অর্জন করেন। আসামী আব্দুস সবুর নিজ নামে-৩৩,৭৮,৩২৪/-(তেত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত চব্বিশ) টাকার এবং তার বড় ছে লে শহিদুল ইসলামের নামে-৩২,৫০,২৫৭/-(বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকার মোট ৬৬,২৮,৫৮১/-(ছিষট্রি লক্ষ আঠাশ হাজার

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পাঁচশত একাশি) টাকার জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে দখলে রাখার দায়ে আসামীদের বির"দ্ধে রমনা মডেল থানায় অত্র মামলার এজাহার দায়ের করেন। অত্র সাক্ষী এজাহার এবং উহাতে থাকা তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১,১/১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আসামীদের বির"দ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়ে একটি অভিযোগ আসার পরে আসামীদেরকে তাহাদের সম্পদ বিবরনী দাখিলের জন্য স্মারক নং-দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ড়-১/৪২/২০১১/১৫৬০২/১(৪) তারিখ ২৮/০৭/২০১১ নং স্মারকে যে নোটিশ প্রদান করা হয় উক্ত নোটিশটিতে দুদকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর আছে তিনি উক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর চেনেন অত্র সাক্ষী উক্ত নোটিশটি আদালতে দাখিল করে। যাহা প্রদার্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আসামী ০৫/০৯/২০১১ইং তারিখ নোটিশের সংগে প্রেরিত ফরমটি পূরন পূর্বক দুর্নীত দমন কমিশন সচিব বরাবরে প্রেরন করেন উক্ত প্রেরন কৃত ফরমটি আসামীর দস্ড়খাত সম্বলিত আদালতে দাখিল করেন।-০৩ পাতা যাহা প্রদর্শনী-৩ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। *অপর আসামী শহিদুল ইসলাম সজীবকে দুদক/বিঃ অনুঃ তদন্ড়-১/৪২-২০১১/১৫৬০৪/১(৪) তারিখ ২৮/০৭/২০১১ তারিখে স্মারকটি আদালতে দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনী-০৪ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ০৫/০৯/২০১১ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের সহিত ফরমটি পূরন পূর্বক সচিব দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবরে প্রেরন করেন। উক্ত ফরমটির-০৩ পাতা যাহা প্রদর্শনী-৫ হিসাবে চিহ্নিত করেন। অতপর দুদক তাহাকে আসামীদের বির"দ্ধে দাখিল কৃত সম্পদ বিবরনী দাখিলের জন্য অনুসন্ধান কর্মকর্তা হিসাবে স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ড় -১/৪২-২০১১/২০৭০১ তারিখ-১২/১০/২০১১ উক্ত স্মারকটি আদালতে দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনী-০৬ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং উহাতে প্রদত্ত স্বাক্ষর-৬/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আসামী শহিদুল ইসলাম সজীবের একই ভাবে দাখিল কৃত সম্পদ বিবরনীর অনুসন্ধান কর্মকর্তা হিসাবে যাচাই বাছাই করার জন্য অনুসন্ধান কারী কর্মকর্তা হিসাবে দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ড়-১/১৬৭-২০১১/২০৬৯৯ তারিখ- ১২/১০/২০১১ উক্ত স্মারকটি এবং উহাতে থাকা স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭, ৭/১ হিসাবে 'চিহ্নিত হয়। তিনি নিয়োগ পাওয়ার পর আসামীদের বির"দ্ধে সম্পদ অর্জনের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বাগেরহাট জেলার স্মরন খোলা উপজেলার রায়েন্দা মৌজায় আসামীগন কর্তৃক নির্মিত ০৪ তালার দালানের নির্মান ব্যয় গনপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলী দ্বারা নিরূপন করেন। উক্ত ভবন নির্মানের জন্য-৪৭,৯৩,৬৯০/-(সাতচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত নব্বই) টাকা নির"পিত হয়। উহার পর আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের নামীয় ঢাকা দক্ষিণ খান থানার দক্ষিন মৌজার-৭৪ নাম্বার খতিয়ান ভুক্ত-০৪ তালা দালানের নির্মান ব্যয় গনপূর্ত এর প্রোকৌশলী দ্বারা নিরূপন করা হয়। উক্ত বাড়ীর নির্মান ব্যয় নিরূপন করা হয়-২৫,১০,৬০৭.৪৩/-(পঁচিশ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত সাত টাকা তেতাল্লিশ পয়সা) আসামীগন অবৈধ ভাবে- ৬৬,২৮,৫৮১/-(ছিষট্রি লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশত একাশি) টাকার জ্ঞাত আয়ের বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের জন্য মামলাটি দায়ের করেন।* *আসামী পলাতক থাকায় অত্র সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।* *পি, ডব্লিউ-২ আবদুল্লাহ আল মাসুম তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ১৫/১১/২০১১ইং তারিখ সে বাগের হাট জেলার গনপূর্ত বিভাগ-১ এর উপ-বিভগীয় প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে বাগের হাট জেলার গনপূর্ত বিভাগ নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের স্মারক নং-১৫-১/২৬২৬ তারিখ ১৫/১১/২০১১ মূলে তাহাকে বাগের হাট জেলার স্মরন খোলা উপজেলার অন্র্ড়াত রায়েন্দা মৌজার-৯২৭ নাম্বার খতিয়ান ভুক্ত-৫৯৩ নং দাগে অবস্থিত-০৪*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তালা ভবনের নির্মান ব্যয় (বৈদ্যুতিক সহ) নির্ণয়পোনের জন্য আদেশ প্রদান করা হয় উক্ত স্মারকটি আদালতে দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনী-৮ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তিনি উক্ত বাড়ির ব্যয় নির্মান ব্যয় নির্ণয়পনের জন্য ২৮/১১/২০১১ ইং তারিখ স্বরেজমিনে-০২ জন মিলে উক্ত বাড়িতে যায় তাহার ভবনটির নির্মান ব্যয় প্রস্তুত পূর্বক আনুমানিক- ৪৭,৯৩,৬৯০/- (সাত চল্লিশ লক্ষ তিরনব্বই হাজার ছয়শত নব্বই) টাকার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক দুদক ঢাকায় প্রেরন করেন উক্ত নির্মান ব্যয় সংক্রান্ড় প্রতিবেদনটি-০৩ পাতা আদালতে দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনী-০৯ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। অত্র সাক্ষী জবানবন্দীতে আরো উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রতিবেদনে প্রতি পাতায় মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুম নামীয় স্বাক্ষরটি তাহার উহা প্রদর্শনী -৯/১,৯/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তিনি তদন্ড় কারী কর্মকার্তার কাছে জবানবন্দী প্রদান করেন মর্মে তাহার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন। পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ আতাউর রহমান তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ২১/১১/২০১১ ইং তারিখ দুদক প্রধান কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক জনাব এ এইচ এম আকতারুজ্জামান (তদন্ড়কারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক) গনপূর্ত অধিদপ্তরের নিদের্শ মতে ২১/১১/১১ ইং তারিখ ঢাকা জেলা দক্ষিণ খান মৌজার- ৭৪ নং- খতিয়ান ভুক্ত-৪২০৭ দাগের জমির উপরে নির্মিত ০৪ তলা-২৫৪৩ নং-দাগে খতিয়ান ভুক্ত-২৫৮৩ দাগের জমির উপর নির্মিত সেমি পাকা ভবনের পরিমাপ গ্রহণ করে নির্মান ব্যয় নিরূপন করার জন্য তদন্ড় কারী কর্মকর্তা তিনি নিজে ও তাহার সহকারী মোঃ সেলিম এবং আসামী নিজেও তাহার বন্ধু সোলায়মান এর উপস্থিতিতে উক্ত বাড়ির Sketch map প্রস্তুত করে এবং উহাতে আসামী সহ উপস্থিত সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। বাড়ির মালিকের সরবরাহ কৃত তথ্য অনুযায়ী বাড়িটি-১৯৮৪-১৯৮৭ সালের মধ্যে নির্মান সম্পন্ন করে মর্মে জানায় এবং-৪২০৭ দাগের জমিতে নির্মিত বাড়িটি-১৯৮৪-১৯৮৭ সালের মধ্যে নির্মান সম্পন্ন করা হয়। এবং-২৫৪৩ ও ২৫৮১ দাগের সম্পত্তিতে নির্মিত বাড়িটি-১৯৯৭-১৯৯৯ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। সে মোতাবেক-৪২০৭ দাগের ভবনটি-১৯৮৪ সালের Rate schedule অনুযায়ী এবং-২৫৪৩২৫৮১ দাগের সম্পত্তিতে নির্মিত ভবনটি-১৯৮৭ Rate schedule অনুযায়ী ভবনগুলোর নির্মান ব্যয় প্রস্তুত করা হয়। উক্ত ভবনগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় বিধি মোতাবেক ভ্যাট ট্যাক্স ও কনট্রাকটারের লোভ্যাংশ বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারন করা হয়। ফলে-৪২০৭ ভবনটির নির্মান ব্যয়-১৬,৬১,৬৪৫.৪৩/- (ষোল লক্ষ একষট্রি হাজার ছয়শত পয়তাল্লিশ টাকা তেতাল্লিশ পয়সা) নির্ধারন করা হয়। ২৫৪৩ দাগের সেমি পাকা ভবন নির্মান ব্যয়-৩,৯৯,১৫২.৭০/-(তিন লক্ষ নিরনব্বই হাজার একশত বায়ান্ন টাকা সত্তর পয়সা) এবং-২৫৮১ দাগের নির্মিত সেমি পাকা ভবনটি-৪,৪৯,৯০০.৯৩/-(চার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত টাকা তিরানব্বই পয়সা) সর্বমোট-২৫,১০,৬৬০.৪৩/-(পচিশ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত ষাট টাকা তেতাল্লিশ পয়সা) নিরূপন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক সকল সদস্য স্বাক্ষর করে নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী-২৬/০১/২০১২ তারিখে-১৩ শত নাম্বারে ফরোয়াডিং দিয়ে দুদক প্রধান কার্যালয় বরাবরে প্রেরন করা হয়। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর চেনেন। সেই ফরোয়াডিং টি প্রদর্শনী-১০ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। উক্ত রিপোর্ট যাহার-০৮ পাতায় তাহার স্বাক্ষর আছে। যাহা প্রদর্শণী-১১ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অত্র সাক্ষী তদন্ড়কারী কর্মকর্তার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন মর্মে জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন। আসামী পলাতক থাকায় অত্র সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি, ডাব্লিউ-৪ মোঃ নাজমুত ছায়াদাত সাহকারী পরিচালক দুদক তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, গত-১৮/১২/২০১২ইং তারিখ সহকারী পরিচালক হিসাবে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে মামলার তদন্ড়কারী কর্মকর্তার চাহিদামোতাবেক অত্র মামলার আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ এর উপস্থাপন মতে তাহার পুত্র শহিদুল ইসলাম সজীবের নামীয় নথি টিআইএন-২২৮-১০২-৮৯৩৫ কর সার্কেল- ৭৮ কর অঞ্চল ঢাকা বরাবরে দাখিল কৃত Return এর ফটোকপি (২০০৭ থেকে ২০১২ করবর্ষ পর্যন্ড়) তিনি সহ অনুসন্ধান ও তদন্ড়-২ দুদক প্রধান কর্যালয়ে সহকারী পরিচালক মোঃ মশিউর রহমানের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়। জব্দ তালিকা এবং উহার-০৪ নং ক্রমিকে জব্দকৃত আলামতের বিবরন উল্লেখ এবং ৫(ক) নাম্বারে ক্রমিকে তাহার স্বাক্ষর। অত্র সাক্ষীর জব্দ তালিকা এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং ৫(খ) নং ক্রমিকে মশিউর রহমান তাহার সহকর্মী হওয়ায় তিনি তাহার স্বাক্ষর চেনেন। তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১২/২ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং-৩০/০৪/২০১৩ইং তারিখ তিনি একই পদে কর্মরত থাকাকালে অত্র মামলার তদন্ড় কারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক উচ্চমান সহকারী মোঃ শহিদুল ইসলাম উপ-কর কমিশনারের কার্যালয় সার্কেল-১০ (বৈতনিক কর অঞ্চল-১) এর উপস্থাপন মতে তিনি ও উক্ত মশিউর রহমানের উপস্থিতিতে আসামী আব্দুস সাবুর আকন্দের নামীয় নথি যাহার টিআইএন-০০৪- ১০৫-২০৮২। উক্ত আয়কর নথিতে-১৯৯৯ থেকে-২০১২/২০১৩ পর্যন্ড় আয়কর রিটার্ন আদেশ পত্র ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র আছে। উক্ত আয়কর নথিতে এস.আর ও ৯৮/২০০৭/মোতাবেক কোন আয় সংক্রান্ড় তথ্যাদির উল্লেখ নাই। উক্ত রেকর্ড তাহাদের সম্মুখে জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়। জব্দ তালিকার ০৪ নং ক্রমিকে জব্দ কৃত আলামতের বিবরন উল্লেখ আছে। জব্দ তালিকার ৫(ক) নং ক্রমিকে তাহার স্বাক্ষর এবং ৫(খ) নং ক্রমিকে মশিউর রহমানের স্বাক্ষর আছে। যাহা তিনি সহকর্মী হিসাবে চেনেন। তাহার স্বাক্ষর ও মশিউর রহমানের স্বাক্ষর-১৩/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন উক্ত জব্দ কৃত রেকর্ড পত্র উচ্চমান সহকারী আমিনুল ইসলাম উপ-কর কমিশনার এর নিকট জিম্মায় প্রদান করেন। উক্ত জিম্মা নামায় তাহার ও মশিউর রহমানের স্বাক্ষর আছে। যাহা প্রদর্শণী-১৩/২, ১৩/৩ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। *আসামী পলাতক থাকায় অত্র সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।* *পি, ডাব্লিউ -৫ মোঃ আমিনুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী উপকর কমিশনার (বৈতনিক সার্কেল-১) ঢাকা তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ৩০/০৪/২০১১ ইং তারিখ কর সার্কেল-১০ (বৈতনিক কর অঞ্চল-১) উচ্চমান সহকারী পদে কর্মরত থাকাকালে অত্র মামলার তদন্ড়কারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক আসামী আব্দুস সবুরের নামীয় আয়কর নথি যাহার টিআইএন-০০৪-১০৫-০২৮২ উক্ত নথিতে- ১৯৯৯-২০০০ হইতে-২০১২-২০১৩ পর্যন্ড় আয়কর রিটার্ন আদেশ পত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্র আছে। উক্ত নথিতে এস.আরও-৯৮/২০০৭ মোতাবেক আয়কর সংক্রান্ড় কোন তথ্যাদির উল্লেখ নাই। উক্ত রেকর্ডটি দুদক প্রধান কার্যালয়ে চাহিদা মোতাবেক উক্ত দপ্তরে নিয়ে যায় এবং সহকারী পরিচালক জনাব নাজমুত ছায়াদাত ও মোঃ মশিউর রহমানের উপস্থিতিতে তদন্ড়কারী কর্মকর্তা জব্দ তালিকা মূলে উহা জব্দ করেন। অত্র সাক্ষীর জব্দ তালিকা এবং উহার নিচে এক কপি বুঝিয়া পাইয়া স্বাক্ষর করেন। অত্র সাক্ষীর জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর ১৩/৪ হিসাবে চিহ্নিত করেন। উক্ত জব্দ কৃত কাগজপত্র একই তারিখে তাহার জিম্মায় প্রদান করেন। উক্ত কাগজ পত্র স্বাক্ষর দিয়ে জিম্মায় গ্রহণ করেন। অত্র সাক্ষী জিম্মানামা এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর-১৪/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। অত্র সাক্ষী কাগজ পত্র আদালতে দাখিল করেন। যাহা প্রদর্শনী-১৫ সিরিজ হিসাবে*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চিহ্নিত করা হয়। *আসামী পলাতক থাকায় অত্র সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।* *পি.ডব্লিউ-৬ মোঃ মজিবুর রহমান উপ-সহকারী পরিচালক তদন্ড়কারী কর্মকর্তা তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ২১/০৩/২০১২ ইং তারিখ দুদক প্রধান কার্যালয়ে দুদক/বিঃ অনুঃ-১/সি-১১/২০১২/৭৪৫৩ তাং-২১/০৩/২০১২ মূলে তাহাকে রমনা থানার মামলা নং-২৪ তাং-১৩/০৩/২০১২এর তদন্ড়কারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই সেই নিয়োগ পত্র আদালতে দাখিল করিলেন যাহা প্রদার্শনী-১৬ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তিনি তদন্ড়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর অত্র মামলার বাদী জনাব এইচ.এম. আখতারুজ্জামান ডি. এ.ডি এর নিকট থেকে আসামী আঃ সবুর আকন্দ ও শহীদুল ইসলাম সজিব এর দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনী সহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র গ্রহণ করেন। তিনি রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা করে Requisition ইস্যুর মাধ্যমে আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ এর আয়কর নথী নং টি আই.এন-০০৪-১০৫- ০২৮২এর আয়কর নথী জব্দ করে এবং উহা জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী উপ-কর কমিশনারের কার্যালয় সার্কেল-১০ (বৈতনিক) করঅঞ্চল-১ এর জিম্মায় প্রদান করেন। এই সেই জব্দ তালিকা এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শিনী- ১৩/৪ হিসাবে চিহ্নিত হয়। উক্ত কাগজ আমিনুল ইসলামের জিম্মায় প্রদান করেন জিম্মানামা এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদাশনী-১৪/২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাছাড়া ১৮/১২/১২ ইং তারিখে আসামী শহীদুল ইসলাম সজিবের নামীয় আয়কর নথী নং- টি আই.এন ২২৮-১০২-৮৯৩৫ কর সার্কেল ৭৮ কর অঞ্চল-৭ এর আয়কর Return এর photo copy জব্দ করেন। এই সেই জব্দ তালিকা এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদার্শনী-১২/৩ তদন্ড়কালে আসামী আব্দুস সবুর ও শহীদুল ইসলাম ও আসামীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। ০৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী সি.আর.পি.সি এর ১৬১ ধারার বিধান মোতবেক জবানবন্দী গ্রহন করেন। তাহার তদন্ড়কালে আসামীদের দাখিল কৃত সম্পদ বিবরনী আয়কর নথীর তথ্যাদি সহ অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা করেন। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের নিজ নামে-৮৯,৮৪,৪৩১/-(উনানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার চারশত একত্রিশ) টাকা মূল্যের স্থাবর অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেন এবং শহিদুল ইসলাম সজিবের নামে-৩৪,৭৭,২৫৭/-(চৌত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ অর্জন করেন উহাতে তাহাদের-০২ জনের মোট সম্পদের পরিমান দাড়ায়-১,২৪,৬১,৬৮৮/-(এককোটি চব্বিশ লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শত আটাশি) টাকা। রেকর্ড দৃষ্টে দেখা যায় আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ বাংলাদেশ বিমানের সাবেক এয়ার ক্রাফট ক্লিনার এবং পরবর্তীতে জুনিয়র টেকনিসিয়ান হিসাবে কর্মরত ছিল। তিনি ১৯৯১-৯২ করবর্ষ থেকে ২০১০-২০১১ কর বর্ষ পর্যন্ড় মোট আয় করেন বেতন ভাতা বাবদ-৫৪,০৫,০৬৩/-(চুয়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার তেষট্টি) টাকা এবং পারিবারিক ব্যয় হিসাবে ব্যয় করেন-১৪,২৮,৪৮২/-(চৌদ্দ লক্ষ আঠাশ হাজার চারশত বিরাশি) টাকা উল্লেখে আয়কর Return দাখিল করেন। উহার প্রেক্ষিতে আসামী আব্দুস সবুর আকন্দের আয় মোট ব্যয় বাদ দিলে নীট আয় দাড়ায়-৪০,৪৫,০৬৩/-(চল্লিশ লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার তেষট্টি) টাকা অপর আসামী শহিদুল ইসলাম সজিব পিতা আব্দুস সবুর আকন্দ তাহার আয়কর নথীতে ২০০৭- ২০০৮ করবর্ষ হইতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ড় মোট আয় করেন-১৭,৯৯,০০০/-(সতের লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা ব্যয় করেন-৪,৩৯,০০০/- (চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার) টাকা আয় থেকে ব্যয় বাদ দেওয়ার পরে নীট আয় দাড়ায়-১৩,৬০,০০০/-(তের লক্ষ ষাট হাজার) টাকা। এতে দেখা যায় তাহার সম্পদের পরিমান দাড়ায়-

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(৮৯,৮৪,৪৩১+৩৪,৭৭,২৫৭)=১,২৪,৬১,৬৮৮/-(এক কোটি চব্বিশ লক্ষ একষট্রি হাজার ছয়শত আটাশি) টাকা তাহাদের উভয় এর নীট আয় পাওয়া যায় ৫৪০৫০৬৩/-(চুয়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার তেষট্রি) টাকা। মোট আয় থেকে নীট আয় বাদ দিলে-(১,২৪,৬১,৬৮৮-৫৪,০৫,০৬৩)=৭০,৫৬,৬২৫/-(সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত পচিশ) টাকা উক্ত-৭০,৫৬,৬২৫/- (সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন ছয়শত পচিশ) টাকা অর্জনে আসামীদের কোন বৈধ উৎস পাওয়া যায় নাই। যাহা তাহার অর্জিত আয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ন নহে। উক্ত জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের বিষয়ে অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় আসামীদের বির"দ্ধে দুদক আইন-২০০৪ এর ২৭(১) ধারা মোতাবেক চার্জ শীট দাখিলের জন্য সুপারিশ করে সাক্ষ্য স্মারক দাখিল করেন। যাহার প্রেক্ষিতে দুধক পরিতুষ্ট হইয়া আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ ও শহিদুল ইসলাম সজিব এর বির"দ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৭(১) দ"বিধি/১০৯ ধারা মোতবেক চার্জ শীট দাখিলের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করেন। যাহার স্মারক নং-দুদক/বি আশু তদ"ড়-১/সি-১১/২০১২/২৩৩৪৩ তাং-২৫/০৮/২০১৩ যাহা প্রদার্শনী-১৭ তিনি (Sanction) প্রাপ্ত হইয়া রমনা মডেল থানার সি/এস-২৫৪ তাং-১১/০৯/২০১৩ বিচারার্থে আদালতে দাখিল করেন। এই সেই সি/এস এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর আছে। আসামীগন পলাতক। ইহাই তাহার জবানবন্দী। *আসামী পলাতক থাকায় অত্র সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।* *প্রসিকিউশন পক্ষের দুদকের আইনজীবী নিবেদন করেন যে, আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ যে সম্পদ বিবরনী দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক দাখিল করেন উহাতে তাহার আয় দেখানো হয়-৫৪,০৫,০৬৩/-(চুয়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার তেষট্রি) টাকা কিন্তু তাহার সংসার সহ আনুসঙ্গিক পারিবারিক ব্যয় হয়-১৪,২৮,৪৮২/-(চৌদ্দ লক্ষ আঠাশ হাজার চারশত বিরাশি) টাকা তাহলে আসামী সবুরের বৈধ নীট ইনকাম দাড়ায়-৪০,৪৫,০৬৩/-(চল্লিশ লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার তেষট্রি) টাকা কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে আসামী সবুরের অর্জিত সম্পদের পরিমান দাড়ায়-৮৯,৮৪,৪৩১/- (উনানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার চারশত একত্রিশ) টাকা এবং আসামী শহিদুল ইসলাম সজিবের বৈধ এবং অবৈধ আয় দাড়ায়-১৭,৯৯,০০০/- (সতের লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা সে ব্যয় দেখায়-৪,৩৯,০০০/- (চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার) টাকা ফলে তাহার নীট আয় দাড়ায়-১৩,৬০,০০০/-(তের লক্ষ ষাট হাজার) টাকা আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ ও শহিদুল ইসলাম সজিবের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত আয়ের পরিমান দাড়ায়-(৮৯৮৪৪৩১+৩৪,৭৭,২৫৭) =১,২৪,৬১,৮৮৮/- (এক কোটি চব্বিশ লক্ষ একষট্রি হাজার আটশত আটাশি) টাকা তাহাদের দাখিলী হিসাবে বিবরনী অনুযায়ী সম্পদের পরিমান-(৪০,৪৫০৬৩/-+১৪,২৮৪৮২/-)=৫৪,০৫.০৬৩/-(চুয়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার তেষট্রি) টাকা। অনুসন্ধানে আসামীদের প্রাপ্ত আয় ৮৯,৮৪,৪৩১+৩৪৭৭২৫৭/-টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি-১,২৪,৬১,৬৮৮/- (এক কোটি চব্বিশ লক্ষ একষট্রি হাজার ছয়শত আটাশি) টাকা উহা হইতে তাহাদের বৈধ আয় ৫৪,০৫,০৬৩/-(চুয়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার তেষট্রি) টাকা বাদ দিলে অবৈধ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমান দাড়ায় ৭০,৫৬,৬২৫/- (সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত পচিশ) টাকা যাহার কোন আয়ের বৈধ উৎস পাওয়া যায় না। ফলে দুদকের আইনজীবি আসামীর সর্বোচ্চ শাস্ড়ির প্রার্থনা করেন।* *অপরদিকে আসামী পলাতক থাকায় আসামীর বা তাহার নিয়োজিত আইনজীবির কোন বক্তব্য শ্রবন করা সম্ভব হয় নাই।* *দুর্নীতি দমন কমিশনের বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্য শ্রবন সহ দাখিলী কাগজপত্র*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পর্যালোচনা করিলাম।

প্রসিকিউশন পক্ষের পি, ডাব্লিউ-১ বাদীর বক্তব্য অনুযায়ী আসামী আব্দুস সবুর ও তাহার ছেলে শহিদুল ইসলাম সজিবের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্থাবরও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমান ৬৬,২৮,৫৮১/-(ছিষট্রি লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশত একাশি) টাকা মর্মে উল্লেখ করেন পি, ডাব্লিউ-২ তিনি গনপূর্ত বিভাগ-১ বাগেরহাট এর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে আসামী আব্দুস সবুরের বাগের হাট জেলার স্মরনখোলা উপজেলার অন্তর্গাত রায়েন্দা মৌজার ৯২৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ৫৯৩ দাগে অবস্থিত ৪ তলা ভবনের নির্মান ব্যয় বৈদ্যুতিক সহ নিরূপনের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয় উক্ত স্মারকটি তিনি প্রদার্শনী-৮ হিসাবে চিহ্নিত করেন। উক্ত ভবনটির নির্মান ব্যয় ৪৭,৯৩,৬৯০/-(সাতচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত নব্বই) টাকার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক দুদক প্রাধান কার্যালয় ঢাকায় প্রেরন করেন অত্র সাক্ষী ০৩ পাতার প্রতিবেদনটি আদালতে দাখিল করেন যাহা প্রদার্শন-৯ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-৪ আসামী সবুরের ঢাকা জেলাদক্ষিণ খান মৌজার ৭৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ৪২০৭ দাগের জমির উপর নির্মিত ০৪ তলা ভবন ২৫৪৩ দাগে এবং ৫৫ খতিয়ান ভূক্ত ২৫৮১ দাগের জমির উপর নির্মিত পাকা ভবনের পরিমান গ্রহণ পূর্বক মোট ব্যয় নিরোপন করেন ২৫,১০,৬৬০.৪৩/- (পঁচিশ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত ষাট টাকা তেতাল্লিশ পয়সা) এবং পি ডাব্লিউ-৪ আসামী আব্দুস সবুর ও তাহার ছেলে শহিদুল ইসলাম সজিবের আয়কর নথী জব্দ করে তাহার নিকট জিম্মায় প্রদান করেন এবং পিডাবি-উ-৫ এর নিকট ও তদন্তকারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক আব্দুস সবুর এর আয়কর নথি জব্দ করে তাহার জিম্মায় প্রদান করেন এবং পি, ডাব্লিউ-৬ অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তিনি মামলাটি যথাযথ ভাবে তদন্ত করে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রমাণিত হওয়ায় অত্র মামলায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী আব্দুস ৫৪,০৫,০৬৩/-(চুয়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার তেষট্রি) টাকা উক্ত টাকা আয় করার পরে উক্ত আয়কৃত টাকা হইতে সাংসারিক ব্যয় সহ অন্যান্য খরচ-১৪,২৮,৪৮২/-(চৌদ্দ লক্ষ আঠাশ হাজার চারশত বিরাশি) টাকা তাহলে আসামী সবুরের জ্ঞাত বৈধ আয়ের পরিমান দাড়ায়-৪০,৪৫,০৬৩/-(চল্লিশ লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার তেষট্রি) টাকা এবং তাহার অপর আসামী শহিদুল ইসলাম সজিব এর তদন্তে পাওয়া যায় আয়- ৩৪,৭৭,২৫৫/-(চৌত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত পঞ্চান্ন) টাকা এবং তাহার ব্যয় বাদ দিয়ে নীট সম্পদের পরিমান দাড়ায় ১৪,২৮,৪৮২/-(চৌদ্দ লক্ষ আঠাশ হাজার চারশত বিরাশি) টাকা তদন্তে আসামীদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দাড়ায়- ১,২৪,৬১,৬৮৮/-(এক কোটি চব্বিশ লক্ষ একষট্রি ছয়শত আটাশি) টাকা উহা হইতে তাহাদের প্রাপ্ত বৈধ আয় খরচ বাদে দাড়ায়-৫৪,০৫,০৬৩/-(চুয়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার তেষট্রি) টাকা অনুসন্ধানে আসামীদের পাওয়া সম্পদের পরিমান হইতে আসামীদের দাখিলী সম্পদ বিবরনীতে বৈধ আয়ের পরিমান দাড়ায়-৫৪,০৫,০৬৩/- (চুয়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার তেষট্রি) তাহাদের ০২ জনের জ্ঞাত আয় বর্হিভুত সম্পদের পরিমান দাড়ায়-৭০,৫৬,৬২৫/- (সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত পঁচিশ) টাকা।

অত্র মামলায় এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী শহিদুল ইসলাম সজিব যে সম্পদ অর্জন করেছে উহা তাহার পিতার আয়ে অর্জন করেন মর্মে স্পষ্টভাবে এজাহারে উল্লেখ আছে। এজাহারের বক্তব্য অনুযায়ী আসামী শহিদুল ইসলাম সজিবের নামে যে সম্পদ বিবরনী দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবরে দাখিল করা হয় উহা প্রকৃতপক্ষে আসামী শহিদুল ইসলাম সজিবের নিজস্ব আয়ে অর্জন করা হয় নাই। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৭(১) ধারার বিধান অনুযায়ী কোন আসামী নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে জ্ঞাত

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জন করেন তাহলে যাহার নামে ক্রয় করেন অথবা যাহার নামে অর্থ সঞ্চিত করেন তিনি কোন অবস্থাতেই উক্ত ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ড় হতে পারেনা। বর্তমান মামলায় অর্থাৎ, বাদী এজাহারে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আসামী শহিদুল ইসলাম সজিবের নামে অর্জিত সম্পদ তাহার পিতা আসামী আব্দুস সবুরের সরবরাহকৃত টাকা দ্বারা অর্জন করা হয়। সুতরাং উক্ত অবৈধ জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদের জন্য আসামী শহিদুল ইসলাম সজিব কোন ভাবেই দোষী সাব্যস্ড় হতে পারেনা। ফলে আসামী শহিদুল ইসলাম সজিবের বির"দ্ধে অত্র মামলার অভিযোগ প্রমানীত হয় না বিধায় তাহাকে খালাসের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। তবে আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ নিজ নামে এবং তাহার অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা তাহার ছেলে শহিদুল ইসলাম সজিবের নামে ক্রয়কৃত সম্পদের জন্য তাহাকেই দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৭(১) ধারার বিধান অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ড় হবেন। অর্থাৎ আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ তাহার দাখিলী সম্পদ বিবরনীর বাহিরে অবৈধভাবে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের জন্য মোট-৭০,৫৬,৬২৫/- টাকার জন্য দোষী সাব্যস্ড় হবে। যেহেতু আসামী আব্দুস সবুর অবৈধভাবে অর্জিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাবদ-৭০,৫৬,৬২৫/- (সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত পচিশ) টাকার বৈধ আয়ের উৎস আইন মোতাবেক প্রদর্শন করতে পারেন নাই বিধায় আসামী বয়স ও আনুসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে আসামীর সর্বোচ্চ শাস্ড়ির পরিবর্তে ০৭ বছর সশ্রম কারাদ" সহ জরিমানা প্রদানের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিবেচ্য বিষয়গুলি প্রসিকিউশনের পক্ষে নিস্পত্তি করা গেল। অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলার আসামী ১। জনাব আব্দুস সবুর আকন্দ, সাবেক এয়ারক্রাফট ক্লিনার বর্তমানে জুনিয়র টেকনিশিয়ান, প্রকৌশল বিভাগ (কেবিন শাহজালাল আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা পিতাঃ হাজী মোঃ সুলতান আকন্দ, ঠিকানাঃ-গ্রামঃ- খাদা, ডাকঘরঃ-জনতা, উপজেলা-শরনখোলা, জেলা-বাগের হাট। এ/পি বাড়ী নং- ৪৩/বি, ফ্লাট নং-৩/সি, রোড নং-৯, ক্যান্টনমেন্ট ঢাকা কে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ সালের-২৭(১) ধারায় দোষী সাব্যস্ড় করে অবৈধভাবে জ্ঞাত আয় বর্হিভূত-৭০,৫৬,৬২৫/-(সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত পচিশ) টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের জন্য ০৭ বছরের সশ্রম কারাদ" এবং অবৈধভাবে অর্জিত জ্ঞাত আয় বর্হিভূত-৭০,৫৬,৬২৫/- (সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত পচিশ) টাকা জরিমানা করা হলো। উক্ত জরিমানার টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হল। রাষ্ট্রের অনুকুলে উক্ত জরিমানার বাজেয়াপ্তকৃত টাকা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৩৮৬ ১(ক) ধারা অনুযায়ী আদায়যোগ্য। অপর আসামী ২। শহিদুল ইসলাম সজিব, পিতা- আব্দুস সবুর আকন্দ, ঠিকানাঃ-গ্রামঃ-খাদা, ডাকঘরঃ-জনতা, উপজেলা- শরনখোলা, জেলা-বাগের হাট। এ/পি বাড়ী নং-৪৩/বি, ফ্লাট নং-৩/সি, রোড নং-৯. ক্যান্টনমেন্ট ঢাকা এর বির"দ্ধে দুর্নীতি দমন আইন-২০০৪ এর-২৭(১) ধারার অপরাধ প্রমানীত না হওয়ায় তাহাকে বেখসুর খালাস প্রদান করা হল।

আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ মামলার বিচার কার্যক্রম চলাকালে পলাতক থাকায় তাহার বির"দ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।

সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী সেচ্চায় আদালতে আত্মসমর্পন অথবা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ার তারিখ হইতে সাজার মেয়াদ গননা শুর" হইবে।

সাজাপ্রাপ্ত আসামী ইতোপূর্বে গ্রেফতার হইয়া জেল হাজতে আটক থাকিলে উক্ত হাজতকালীন সময় ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের-৩৫A ধারার বিধান মোতাবেক মূল সাজার

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মেয়াদ হইতে বাদ যাইবে।

অত্র রায়ের অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সি.এম.এম ঢাকা এবং বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট , ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হউক।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও শুদ্ধিকৃত।

স্বাক্ষর /অস্পষ্ট
১৯.১২.২০১৬
বিশেষ জজ
বিশেষ জজ আদালত নং-৬, ঢাকা।

স্বাক্ষর /অস্পষ্ট
১৯.১২.২০১৬
(কে,এম,ইমারুল কায়েশ)
বিশেষ জজ
বিশেষ জজ আদালত নং-৬, ঢাকা।''

আসামী সহিদুল ইসলাম সজিবের নামে অর্জিত সম্পদ অত্র আপীলকারী আব্দুস সবুর আকন্দের সম্পদের সাথে একীভুত করে জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদ অর্জন করেছেন মর্মে বিচারিক আদালতের রায়টি প্রশ্নবিদ্ধ মর্মে আপীলকারী দাবী করেন।

অত্র নথিতে সংরক্ষিত আসামী সহিদুল ইসলাম সজিবের আয়কর রিটার্ন পর্যালোচনা করলাম। আয়কর রিটার্ন মোতাবেক আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ প্রথম কর প্রদান করেন কর বৎসর ২০০৭-২০০৮-এ, তার সার্কেল-৭৮ অঞ্চল, ৭, ঢাকা। কর বৎসর ২০০৭-২০০৮ এর আয় কর রিটার্নে মোঃ সহিদুল ইসলাম সজিব ফরম নং আইটি-১০বিবি-তে উল্লেখ করেন যে, তিনি পিতার বাড়ীতে বসবাস করেন এবং পিতার উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ওয়াহিদুজ্জামানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অত্র আদালতকে অবহিত করেন যে, আসামী সহিদুল ইসলাম সজিবের জন্ম তারিখ বিগত ইংরেজী ২৭.০৩.১৯৮৯। ফলে ২০০৭-২০০৮ কর বৎসরে অত্র আসামীর বয়স হয় মাত্র ১৯ বৎসর। আয়কর নথী মোতাবেক অত্র আসামী আপীলকারী আব্দুস সবুর আকন্দ এর পুত্র আসামী সহিদুল ইসলাম সজিব ১৯ বছর বয়সে ২৫ হাজার টাকা কর পরিশোধ করেন, আয় করেন ৪ লক্ষ টাকা এবং নীট সম্পদের পরিমান ২০,৮০,০০০/- টাকা। ১৯ বছর বয়সে অত্র আপীলকারীর পুত্র মোঃ সহিদুল ইসলাম সজিব সম্পদ অর্জন করল আয় করল কিন্তু কি ব্যবসা করে সে এতসব সম্পদ আয় করল সে ব্যবসা সম্পর্কে অত্র আপীলকারীর পক্ষ থেকে কোন তথ্য উপাত্ত প্রদান করা হয়নি। ২০০৭-২০০৮ সালের আয়কর রিটার্নে আইটি-১০বি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী সহিদুল ইসলাম সজিব ২টি দলিলের মাধ্যমে ৫ কাঠা জমি দক্ষিনখান মৌজায় বিগত ইংরেজী ১৯.১০.১৯৯৭ তারিখে ক্রয় করেন। অর্থাৎ আসামীর বয়স যখন ৮ বছর তখন আসামীর নামে উক্ত দুটি দলিলে ৫কাঠা জমি রেজিষ্ট্রি হয়। এছাড়াও আইটি-১০বি ২০০৭ সালের সম্পদ বিবরনীতে সহিদুল ইসলাম সজিবের নামে শরনখোলা বাগেরহাটে ১৩৩ শতাংশ ছালা জমি এবং শরনখোলা বাগেরহাটে জমির উপর ৪র্থ তলা বিল্ডিং এর আংশিক নির্মান ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র আসামী সহিদুল ইসলাম সজিবের নামে কৃষি সম্পত্তি এক একর কৃষি জমির বিবরণ পাওয়া যায় এবং বিনিয়োগ হিসেবে ১,২০,০০০/- টাকা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রাইজবন্ড হিসাবে পাওয়া যায়। আয়কর রিটার্নে ৩নং কলাম হল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকারীর নাম। উক্ত ৩নং কলাম সম্পুর্ণ খালি। অর্থাৎ তিনি ব্যবসা করলে উক্ত ৩নং কলামে ব্যবসার নাম থাকতো অথবা তিনি চাকরী করলে ৩নং কলামে চাকরী দাতার নাম থাকত। এতে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, অত্র আসামী সহিদুল ইসলাম সজিব সম্পুর্ণরূপে তার পিতার আব্দুস সবুর আকন্দ তথা অত্র আসামী আপীলকারী উপর নির্ভরশীল ছিল এবং অত্র আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ তার অবৈধ উপায়ে আয় করা সম্পত্তি তার সন্তান মোঃ সহিদুল ইসলাম সজিবের নামে আয়কর নথি খুলে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা করেছেন যা দুর্নীতি দমন কমিশন সঠিকভাবে উৎঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র আপীলকারী তার স্ত্রীর নামেও সম্পদ রেখেছেন। তার স্ত্রী দুর্নীতি দমন মামলায় বিচারিক আদালতে দোষী সাব্যস্থ হয়েছে। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে তার স্ত্রী আপীল করেন যা বর্তমানে বিচারাধীন। সার্বিক বিচার বিশ্লেষনে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, অত্র আপীলকারী আসামী আব্দুস সবুর আকন্দ একজন এয়ারক্রাফট ক্লিনার যিনি ২০১১ সালে জুনিয়র টেকনিশিয়ান হয়েছেন। একজন এয়ারক্রাফট ক্লিনার তার নিজের পরিবারের ভরণপোষন সম্পন্ন করে এত সম্পত্তি অর্জন প্রমান করে দুর্নীতি কিভাবে আমাদের সমাজকে রাহুগ্রস্থ করেছে। যেখানে অনেক বড় বড় অফিসারের পক্ষে সারা জীবনের অর্জন দিয়ে থাকার জন্য একটি বাড়ী ঢাকা শহরে করা সম্ভব হয় না, সেখানে একজন এয়ারক্রাফট ক্লিনার পক্ষে এত সম্পদ অর্জন আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আপীল আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি নামঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, বিশেষ জজ আদালত নং-০৬, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-০২/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.১২.২০১৬ তারিখে রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ